দৈনিক ইনকিলাব

৩/১/২০০১
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিতে হবে কেন

জহিরুল হক শামীম

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন যখন তাঁর দেশবাসীকে ধর্মীয় মতবাদে ফিরে আসার আহবান জানিয়ে বলেছেন, ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়ার টিকে থাকা অসুবিধাজনক। ধর্মীয় মতবাদে ফিরে আসা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশে বসে এক শ্রেণীর বামধারার শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী এবং এনজিও প্রতিনিধি যখন তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে বাংলাদেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিতে বলেন। সুপারিশ করেন সেনাবাহিনী বিলোপের, তখন কারুরই বুঝতে অসুবিধা হয় না ওই শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাদের হয়ে কথা বলছেন।

নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে সিপিডি ও দু'টি দৈনিকের উদ্যোগে গঠিত জাতীয় নীতি ফোরামের শিক্ষানীতি সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব পরামর্শ দেন। তাদের মতে, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিরক্ষা খাতের এই বিপুল অংকের বাজেট শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করলে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ব্যাপক জাতীয় উন্নতি সাধিত হবে। তারা আরও মনে করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা এ দেশে ভালো নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনশক্তি তৈরীর বদলে তালেবান তৈরী করছে। তাই এসব তুলে দিতে হবে। মোটকথা, সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ও প্রাইমারী স্তরের ধর্মশিক্ষা তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু করতে হবে। এই-ই হলো ওই মহলের সুপারিশ বা দাবী। আর এ দাবীর পেছনে ওরা যুক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে জাতীয় উন্নয়নকে। ওদের মতে, সেনাবাহিনী তুলে দিলে যেমন প্রতিরক্ষা খাতের বিপুল অংকের অর্থের সাশ্রয় হবে- ঠিক তেমনি মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিলে ওই খাতের ব্যয়িত অর্থও বেঁচে যাবে- যা দিয়ে ব্যাপক জাতীয় উন্নয়ন করা সম্ভব।

এ যেন মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার প্রেসক্রিপশন। আর কে না জানে, মাথা ছাড়া দেহ বাঁচে না। তবে যাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রটির ধর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা- তারা তো এ ধরনের পরামর্শই দেবেন।

যারা সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে ওই খাতে ব্যয়িত অর্থ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন করতে চান- তাদের নিকট জানতে চাইবো, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ৩০ বছরে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের (৭৫ ভাগ) যে ২৪ হাজার কোটি টাকা জাতীয় উন্নয়নের নামে দেশী-বিদেশী চক্র লুটেপুটে খেয়েছে সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য কি? ওই যে বলা হয়, বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লসের নামে যে চুরি হয় তা দিয়ে নাকি প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর একটা করে যমুনা সেতু বানানো যায়- সে চুরি বন্ধে উনারা কি সুপারিশ করেছেন? তিতাস গ্যাস খাতে সিস্টেম লসের নামে প্রতিবছর যে শ-কোটি টাকা লোপাট করা হচ্ছে, টিএন্ডটির একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভি-স্যাট খাতে প্রতিমাসে যে ৩শ' কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, প্রতিবছর সেষ্টর কর্পোরেশনগুলো যে বিপুল পরিমাণ লোকসান দিচ্ছে তা রুদ্ধে এ যাবত তারা কোন পরামর্শ দিয়েছেন কী না? যে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা অনায়াসে দুর্নীতি নামক দানবের পেটে চলে যায়- সে দেশের জাতীয় উন্নয়নের নামে কোন মহল যখন দেশের সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে অর্থ সংস্থানের সুপারিশ করে- তখন ওই মহলের মুখোশ কোন আড়াল দিয়েই ঢেকে রাখা সম্ভব হয় না।

সেনাবাহিনীর প্রতি ওই চিহ্নিত মহলটির বৈরিতা নতুন কোন বিষয় নয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালেও ওই মহলটি তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গলকে পর্যন্ত আস্থায় নেয়নি। এমনকি কোনরূপ দিক-নির্দেশনাও দেয়নি। অকুতোভয় বীর সেনানী ও এ দেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা স্বপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। আপামর জনগণের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ায় বাংলাদেশ দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করে। এতে করে ৭ দফা চুক্তির পাকে ফেলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির প্রতিরক্ষা দেখভাল করার সুযোগটি ওই মহলের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে ওই মহল দারুণ নাখোশ হয়। ওই মহলটির সেনাবাহিনীর প্রতি বৈরিতার উৎকট প্রকাশ ঘটে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। এ দিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আতাউল গনি ওসমানীকে সেই ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়নি এবং সেদিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধে সেনাসদস্য ও এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে অবমূল্যায়ন করা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের বদলে গড়ে তোলা হয় নানা নামে নানা বিকল্প বাহিনী। ওই মহলের এতো সব বৈরিতার পরও বাংলাদেশে সেনাবাহিনী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো- এতে তো এদের গাত্রদাহ হবেই। তাই ওরা কখনো শিক্ষা উন্নয়নের নামে, কখনো জাতীয় উন্নয়নের নামে সেনাবাহিনীর বিলোপ চাইবে- এটাই স্বাভাবিক। কারণ ওরা জানে, ওদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় এ দেশের সেনাবাহিনী। আর ওরা এটাও জানে, এ দেশের জনগণের বৃহদাংশ সেনাবাহিনী নামক প্রতিষ্ঠানটি রক্ষার পক্ষে। তাই এরা সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার কথা বলার সময় জনগণের সেন্টিমেন্টের কথাটাও মাথায় রাখে। জনগণের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য তাই এরা কায়দা করে সেনাবাহিনীর বদলে পিপলস আর্মি গড়ে তোলার ধুয়া তোলে। এরা যা বলে না তা হলো, বিশ্বের অনেক দেশেই সক্ষম নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার রেওয়াজ চালু থাকলেও কোন দেশই প্রচলিত আর্মি তুলে দিয়ে পিপলস আর্মি গড়ে তোলেনি।

আর যারা বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো সুইজারল্যান্ডের গল্প শোনান- তারা যা বলেন না তা হলো সুইজারল্যান্ডের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য স্বল্পসময়ের নোটিশে লাখ লাখ সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সুইজারল্যান্ডের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব গ্রাস করার মতো কোন সুপ্রতিবেশী (!) সুইজারল্যান্ডের আশপাশে ওঁৎপেতে বসে নেই।

এরপরও যারা সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড বানাতে চান তারা দয়া করে বলবেন কি- সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার গ্যারান্টি কে দেবে? দেশটির তিনদিক পরিবেষ্টনকারী ভারত? আর ভারত যে শুধুই আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী, সৎ প্রতিবেশী নয়- তা ইতোমধ্যে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে- সম্প্রতি রৌমারী সীমান্তে সংঘটিত ঘটনাবলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়া কোন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সামরিক শক্তির যে বিকল্প নেই হালের ইরাকই তার প্রমাণ। সুতরাং যারা দুর্নীতি ও জাতীয় অপচয় রোধের কথা না বলে সেনাবাহিনী ও মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে ওই খাতের অর্থ দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের সবক দেন- তারা যে তা ভিন্ন উদ্দেশে বলেন- একথা বোঝার জন্য অধিক জ্ঞানের আবশ্যক নেই।

॥ ২ ॥

ওদের মতে, মাদ্রাসা শিক্ষা জাতির কোন কল্যাণ করছে না। মাদ্রাসায় ভালো নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। তৈরী হচ্ছে তালেবান।

এ প্রসঙ্গে বলবো, মাদ্রাসা শিক্ষা জাতির কোন অকল্যাণটা করছে- তা কিন্তু তারা বলছেন না। মাদ্রাসায় কি শেখানো হয়? সাধারণ স্কুল কলেজে যা শেখানো হয়- যা পড়ানো হয়- তাই-ই। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত যা শিখতে হয়- যা পড়তে হয়- তা হলো, কোরআন-হাদীস ও ইসলামী আইন-কানুন। তাহলে কি ওই মহলের মতে, কোরআন-হাদীস ও ইসলামী আইন-কানুন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করাটা জাতির জন্য অকল্যাণকর? তা হতেই পারে। যারা নিজেদের 'মুসলমান' হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন- তাদের কাছে কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অকল্যাণকর বলে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এ প্রসঙ্গে যা না বললেই নয়, তা হলো, ৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই তার পূর্ব অংশে আজকের বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। নতুবা আজ আলাদা জাতীয়তার বদলে অখণ্ড ভারতের প্রাদেশিকতার আতুর ঘরেই কাল কাটাতে হতো। যারা তা চান তাদের কাছে মাদ্রাসা শিক্ষা অকল্যাণকর বলেই বিবেচিত হবে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ দেশের বৃহদাংশ মানুষ তা চায় না।

দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাসায় নাকি ভালো নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। ভালো নাগরিক বা কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী বলে তারা কি বোঝাতে চেয়েছেন- তা কিন্তু পরিষ্কার নয়। তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায়, ভালো নাগরিক বলতে যদি বোঝায় অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে না জড়ানো- তাহলে এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে এ যাবতকালে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এসব অপরাধপ্রবণতার সাথে জড়িত মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের হার শূন্যের কোঠায়।

পুলিশের খাতায় চিহ্নিত টপটেরর গডফাদার বা সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর নেতৃত্বের তালিকায় একজন মাদ্রাসা শিক্ষিতেরও নাম পাওয়া যায়নি। আর কর্মদক্ষতার প্রশ্নে বাংলাদেশে বিরাজমান বেকারত্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের হার একান্তই নগণ্য এবং এরা মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন পেশায়ও সুনাম ও দক্ষতার সাথেই কাজ করে যাচ্ছে।

আর মাদ্রাসায় তালেবান তৈরীর প্রসঙ্গে বলবো, মাদ্রাসায় নয়- তালেবান তৈরী হচ্ছে একটি বিশেষ মহলের মন-মগজে বক্তৃতা-বিবৃতি আর ওই মহলের মুখপত্র বলে পরিচিত চিহ্নিত কটি সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় এবং তা তারা করছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। তাই তালেবান তালেবান বলে হৈ চৈ করে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও একজন তালেবানকে এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেশে সংঘটিত বোমা হামলাগুলোর পেছনে অশরীরী তালেবান, হরকাতুল জেহাদ অথবা লাদেন বাহিনীর সদস্যদের যোগসাজশের কথা প্রচার করতে গিয়ে কোন বোমা হামলারই আজ পর্যন্ত কূল কিনারা হয়নি। সুতরাং একথা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে এ দেশে যারা কথিত তালেবান, হরকাতুল জেহাদ বা লাদেন বাহিনীর খোঁজে মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসাগুলো চষে ফিরেছে, দেশের আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে, তাদেরকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ফাঁসিয়েছে তা তারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করেছে। আর আজকে যারা জাতীয় উন্নয়নের নামে মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার সুপারিশ করছে, তাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন নয়। কারণ ওরা জানে, মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র কোরআন-হাদীস কেড়ে নিতে না পারলে ওদের গোলাম বানানো যাবে না। তাই ওরা জাতীয় উন্নয়নের নামে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে প্রাইমারী পর্যায় থেকে ধর্মশিক্ষা তুলে দিয়ে মুসলমানদের মন-মগজ থেকে কোরআনের শিক্ষা তুলে নিয়ে তাদের ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করার হীন অপচেষ্টায় মেতেছে। একই সাথে ওরা জাতীয় উন্নয়নের নামে সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে ১৩ কোটি মানুষের আত্মরক্ষার সম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে চায়। সুতরাং অবিলম্বে এ সর্বনাশা বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা জাতীয় স্বার্থেই আবশ্যক।